Rajshahi University journal of arts & law Vol. 52 (2024) pp. 119-124
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0715

ভার্সাই সন্ধি: প্রেক্ষিত এবং প্রভাব

[The Treaty of Versailles: Background and Effects]

মো. ওসমান গণি*

Abstract

The Treaty of Versailles was the peace treaty signed between defeated Germany and the victorious allies in the First World War at the city of Versailles. This treaty was signed in 1919 in the city of Versailles of France. Representative of 32 countries of the world participated in the conference. The Allies held Germany only responsible for causing the First World War. It was through this treaty that the Allies forced Germany to pay war reparations and harsh unfair terms were imposed on Germany. The treaties were not negotiated but dictated by the victorious powers. Germany was contained in the treaty of Versailles. Germany was punished, disarmed and humiliated in the treaty of Versailles. All the unnecessary conditions were imposed to limit Germany's military, political and economic power. German chancellor Joseph Vitt signed the treaty on behalf of Germany and US secretary of state Robert lensing signed the treaty on behalf of the Allies. Large sums of reparations were demanded on Germany to punish Germany. The people of Germany did not accept this loss but they were inspired instead by nationalism. This is why historians call the treaty of Versailles the seeds of the Second World War.

Keywords: The world war, The treaty, Germany, France, Colony, Allies, Nationalism, Economic.

ভূমিকা

বিশ শতকের শুরুতে বিশ্ব ইতিহাসে সংঘটিত প্রধান দুটি ঘটনার একটি হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অন্যটি হলো রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল মূলত ব্রিটেনের নেতৃত্বাধীন ত্রিশক্তি আতাত এবং জার্মানীর নেতৃত্বাধীন ত্রিশক্তি মৈত্রী এই দুই শিবিরে বিভক্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের শক্তি পরীক্ষা। এটি ইউরোপে শুরু হলেও এই যুদ্ধের ব্যাপকতা আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশে ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপি প্রভাব পড়ে। ১৯১৮ সালের মুদ্রস যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে আয়োজিত একটি শান্তি সম্মেলন। এই সম্মেলনে ৩২টিরও বেশি দেশের কূটনীতিকরা যোগদান করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী মিত্রপক্ষ পরাজিত অক্ষশক্তির জন্য শর্তাবলী তৈরির উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহের মধ্যে জার্মানির জেহানেস বেল অংকিত স্যার উইলিয়ার অরপেনের হল অফ মিররসে ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন স্বাক্ষরিত ভার্সাই সন্ধি অন্যতম।[১] এই সন্ধির মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ হতাশ হয়ে পড়ে। এ জন্য এক স্থায়ী সন্ধি সম্পাদনের জন্য বিজয়ী শক্তিবর্গ ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে মিলিত হয়। এই সন্ধি ভার্সাই সন্ধি নামে পরিচিত।[২] জার্মান ব্যতীত ইউরোপের বত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিবর্গ এই সন্ধি সম্পাদনে অংশগ্রহণ করেছিল।[৩] আলোচনার পর চুক্তিপত্র রচনা সম্পন্ন হলে তাদের স্বাক্ষর করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল মাত্র। ১৯১৯ সালের ২৯ শে মে জার্মান প্রতিনিধিগণ সন্ধির শর্তাদির বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি করে। কিন্তু

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫, বাংলাদেশ;
ই-মেইল: osmangani673643@gmail.com

মিত্র পক্ষ ছিল সম্পূর্ণভাবে অনমনীয়।[৪] জার্মান প্রতিনিধিবর্গ শর্তাদির কঠোরতার প্রতিবাদ করে বলেন যে, উইলসনের চৌদ্দ দফার নীতির উপর ভিত্তি করে জার্মান আত্মসম্পর্ন করেন কিন্তু মিত্র শক্তি তাদের কথার কোনো কর্ণপাত করেনি।[৫] ফলে জার্মানিতে উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জন্ম নিয়েছিল।[৬] তবে মোট পাঁচটি পৃথক পৃথক সন্ধির মাধ্যমে জার্মানী ও তার দলীয় রাষ্ট্রসমূহের সাথে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। জার্মানির সাথে যে চুক্তি করা হয় সেটি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল বলে এটি ভার্সাই সন্ধি নামে পরিচিত।

ভার্সাই সন্ধির প্রেক্ষাপট (Background of the treaty of the versailles)

১৯১৮ সালে প্রথম ভাগে জার্মানীর মিত্র তুরস্ক, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া ইত্যাদি দেশ মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলে জার্মনী একা হয়ে পড়ে। জার্মানী কিছু দিন যুদ্ধ অব্যাহত রাখে কিন্তু কাইজার বিরোধী গণতন্ত্রপন্থীরা জার্মানীর অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি করলে কাইজার উইলিয়াম পালিয়ে যায়। এ সময় মিত্রশক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, জার্মানীর পতন আসন্ন। ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রোউইলসন তার বিখ্যাত ১৪ দফা মার্কিন কংগ্রেসে উপস্থাপন করেন এবং তিনি চেয়েছিলেন এই ১৪ দফার ভিত্তিতেই জার্মানী ও মিত্রপক্ষের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। উড্রোউইলসন ১৪ দফার ভিত্তিতেই ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানী যুদ্ধ বিরতির আবেদন করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশ্বের ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ ফ্রান্সের প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে মিলিত হয়। তবে এ আলোচনা পরাজিত প্রতিনিধিদেরকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। আলোচনার পর চুক্তিপত্র রচনা সম্পূর্ণ হলে তাদের স্বাক্ষর করার জন্য আহবান করা হয়েছিল মাত্র। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ৩ টি নীতির উপর ভিত্তি করে ৫ টি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই ৫ টি সন্ধি পরাজিত ৫ টি দেশ জার্মানী, তুরস্ক, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরির সাথে করা হয়। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরিতে জার্মানীর সাথে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এটি ভার্সাই সন্ধি নামে পরিচিত। ভার্সাই সন্ধি বিশ্বের অন্যতম বিতর্কিত ও ত্রুটিপূর্ণ চুক্তি বলে মনে করা হয়। এ জন্য বিশ্বের ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে, ভার্সাই সন্ধির ত্রুটিগুলোর মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।

ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলী (Provisions of the treaty of Versailles)

ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীকে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হতে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯১৯ সালের ২৮ জুন এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পাদন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, ব্রিটেন ও জাপান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে জাপান ও ইতালি সম্মেলন থেকে সরে দাড়ালে অবশিষ্ট তিনটি রাষ্ট্র এ চুক্তির প্রধান প্রধান ধারা ও শর্তাবলি রচনা করেন। এ সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. ভৌগোলিক শর্তাবলি (Geographical terms)
2. ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত ধারা (Terms of compensation)
৩. অর্থনৈতিক শর্তাবলি (Economic terms)
৪. সামরিক শর্তাবলি (Military terms)
৫. জাতিপুঞ্জ সংক্রান্ত ধারা (Terms related to the League of Nations)
৬. অন্যান্য শর্তাবলি (Other terms)

ভৌগোলিক শর্তাবলি (Geographical terms)

ভার্সাই সন্ধির শর্তানুসারে জার্মানি আলসাস ও লরেন্স এই দুটি প্রদেশ ফ্রান্সকে দিতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সের খনিজ সম্পদ ধ্বংস করার কারনে জার্মানির সার অঞ্চলকে পনেরো বছরের জন্য এক আন্তর্জাতিক

পরিষদের অধিনে রাখা হয়। পনেরো বছর মেয়াদ শেষ হলে গণ ভোটের মাধ্যমে এর ভবিষ্যৎ স্থির করা হবে। জার্মানী কর্তৃক আক্রমনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বেলজিয়ামকে মরিসনেট, ইউপেন ও মেসেডি প্রদান করা হয়।[৭] এই সন্ধির ফলে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ফিনল্যান্ড ইত্যাদি কয়েকটি নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। জার্মানির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ সাইলেশিয়াকে তিনটি ভাগে ভাগ করে, এক অংশ জার্মানির সাথে দ্বিতীয় অংশ চেকোশ্লোভিয়ার সাথে, তৃতীয় অংশ পোল্যান্ডের সাথে যুক্ত করা হয়। এছাড়াও জার্মানির মেমেল অঞ্চল লিথুনিয়াকে হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হয়। জার্মানির পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পোসেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া পোল্যান্ডকে দেওয়া হয়।[৮] জার্মানির পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ফ্রান্স আক্রমনের আশঙ্কা দূর করার জন্য রাইনল্যান্ডে ১৫ বছরের জন্য মিত্র বাহিনীর সৈন্য মোতায়েনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জার্মানির ডানজিগ বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দর বলে ঘোষণা করা হয় এবং লীগ অব নেশনের তত্ত্বাবধানে আনয়ন করা হয়।[৯] ইহা ছাড়াও জার্মানির সার এলাকা লীগ অব নেশনের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে আনয়ন করা হয়।[১০]

জার্মানির অধীনে থাকা আফ্রিকা ও দূর প্রাচ্যের উপনিবেশগুলোর উপর থেকে অধিকার বিলুপ্ত করা হয়। জাপানকে দেওয়া হয় দূর প্রাচ্যের উপনিবেশগুলো আর বাকীগুলো জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয়। এগুলোতে ম্যান্ডেট হিসাবে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সকে শাসন করতে দেওয়া হয়। এ ভাবে প্রায় ২৫,০০০ স্কোয়ার মাইল অঞ্চল জার্মানিকে পরিত্যাগ করিতে হয়।[১১] এছাড়া প্রায় বিশ লক্ষ জার্মান নাগরিককে তাদের মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। জার্মানির সকল উপনিবেশগুলো মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের অধীনে রাখা হয়।

ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত ধারা (Terms of compensation)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যতো ক্ষয়ক্ষতি হয় সব দায়ভার জার্মানির উপর চাপানো হয় এবং ক্ষতি পূরণ আদায়ের জন্য একটি কমিশন গঠন করে তিন বছরের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে বলা হয়। এই কমিশনের মাধ্যমে জার্মানির কাছ থেকে প্রায় ১৩২ বিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা আদায় করা হয়। এই ক্ষতিপূরণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে ৫২% ইতালিকে ১০% ও ফ্রান্সকে ২২% দেওয়া হয় এবং বাকী অংশ অন্য মিত্রপক্ষীয় দেশগুলোকে প্রদান করা হয়।

অর্থনৈতিক শর্তাবলি (Economic terms)

ভার্সাই সন্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল করে রাখা। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে জার্মানির উপর ৬৬০ কোটি পাউন্ডের বোঝা চাপানো হয়। জার্মানির কয়লা খনি ও বানিজ্য বন্দর মিত্রশক্তির নিয়ন্ত্রনে রাখা হয়। সন্ধি পত্রের ২৩১ ধারায় কি পরিমান ক্ষতি পূরণ প্রদান করবে তা উল্লেখ ছিল। জার্মানির বৃহদাকার বাণিজ্য পোতগুলো ফ্রান্সকে এবং যুদ্ধ জাহাজগুলো যুক্তরাষ্ট্রকে দিতে বাধ্য করা হয়।[১২] এই সন্ধির ফলে জার্মানির লাইবেরিয়া, মরক্কো, মিসর, বুলগেরিয়া ও তুরস্কের সকল সম্পত্তি ও বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। আমদানি ও রপ্তানির ব্যাপারে জার্মানিকে মিত্র শক্তির বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে বলা হয়। মিত্র পক্ষকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ও পাঁচ হাজার রেলওয়ে ইঞ্জিন প্রদান করিতে জার্মানকে বাধ্য করা হয়। এই সন্ধির ফলে জার্মানির এলবা, ওভার ও কিয়েল খালকে আর্ন্তজাতিক নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখা হয় এবং ইহা সকল দেশের বাণিজ্যে পোতগুলোর নিকট উন্মুক্ত রাখা হয়।

সামরিক শর্তাবলি (Military terms)

ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানিকে সম্পূর্ণরূপে সামরিক শক্তি পঙ্গু করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। জার্মানীর সৈন্য সংখ্যা ১ লক্ষে সিমিত করা হয় এবং বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া রাইন অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করা হয়। জার্মানিকে যুদ্ধের মরণাস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে কঠোর বিধি-নিষেধ জারি

করা হয় এবং অস্ত্র আমদানী ও রপ্তানী উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এই সন্ধিতে জার্মান নাগরিক সৈনিক হওয়ার অধিকার হারায়। জার্মানির বানিজ্য পোতগুলো ফ্রান্সের নিকট ও নৌ-বাহিনী গ্রেট বৃটেনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। জার্মানির কেবলমাত্র একটি অতি ক্ষুদ্র নৌবহর সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া হয়।[১৩] এই নৌবহরে ৬টি যুদ্ধ জাহাজ, ৬টি লাইট ক্রুজার, ১২টি টর্পেডো বোট ও ১২টি ডেস্ট্রয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়।[১৪] এই সন্ধিতে জার্মানির জন্য আর একটি কঠোর বিধি নিষেধ ছিল রাইন নদীর পূর্ব তীরের ত্রিশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাকে অসামরিক স্থান বলে ঘোষণা করা হয়।

জাতিপুঞ্জ সংক্রান্ত ধারা (Terms related to the League of Nations)

ভবিষ্যত বিশ্বে এই ধরণের ভয়াবহ যুদ্ধ আর যাতে সংগঠিত না হয় সেই জন্যই আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। বিশ্বের সকল স্বাধীন দেশ এই সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করিতে পারবে। পাঁচটি বৃহৎ দেশ নিয়ে একটি বিশেষ পরিষদ ও অপর সব রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ সভা গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সংগঠনের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হবে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভা নগরীতে। জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করা হয় এবং কাইজারের বিচার দাবি করা হয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য শর্তাবলি (Other terms)

ভার্সাই সন্ধির ২১৩ ধারায় জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় উইলিয়াম কাইজার প্রধান যুদ্ধাপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয় কিন্তু তিনি হল্যান্ডে পালিয়ে গেলে তাঁর বিচার করা সম্ভব হয়নি।[১৫] যুদ্ধের আইন কানুন ভঙ্গের জন্য জার্মানির একশত জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১২ জনের বেশি বিচারের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থার ফলে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হওয়ায় জার্মানগণ মিত্রপক্ষের কঠোর শর্তাবলি মেনে নিয়ে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষর করেন।[১৬]

ভার্সাই চুক্তির তাৎপর্য **(Significance of the treaty of Versailles)**

পৃথিবীর ইতিহাসে ভার্সাই সন্ধি ছিল একটি অসম সন্ধি। এ সন্ধির ফলে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবেশ পাল্টে যায়। একজাতি এক রাষ্ট্র নীতির উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠনের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। আর এই নীতির ফলে ইউরোপে সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ জন্যই ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন বলেছেন "এই সন্ধিটি ছিল ভুল জায়গায় নিদারুন কঠিন এবং ভুল পদ্ধতিতে উদারপন্থি"। মিত্র শক্তি জার্মানির সাথে শুধু ভার্সাই সন্ধি নয় অস্ট্রিয়ার সাথে সেন্ট জার্মেইন, বুলগেরিয়ার সাথে নিউলি, হাঙ্গেরির সাথে ট্রিয়ানন এবং তুরস্কের সাথে সেভরের সন্ধি (Treaty of Sevres) চুক্তি সম্পাদিত হয়।[১৭] মিত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ যুদ্ধ পরিষদ তিনটি শর্ত দিয়ে জার্মানিকে আত্মসমর্পন আদেশ দেন। জার্মানি নিরূপায় হয়ে সর্বশেষ মিত্র শক্তির শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে জার্মানি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ১১ নভেম্বর আত্মসমর্পন করে।[১৮] ফলে জার্মানিকে মিত্রশক্তি সবদিক দিয়ে দুর্বল করে ফেলে। জার্মানির কয়লা, লোহা ইত্যাদি খনিজ সম্পদ মিত্রশক্তি অধিগ্রহণ করায় জার্মানিতে গণঅসন্তোষ দেখা দেয়, সেই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে হিটলারের মত এক নায়কের উত্থান ঘটে এবং জার্মান জাতি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে ১৯৩৯ সালে রুশ-জার্মান সহযোগিতায় এ চুক্তি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং বিশ্ব আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে পরাজিত জার্মানদের প্রতি যে ঘৃণা ও অবিচার করা হয়েছিল তার ফলে সৃষ্ট অসন্তোষ তীব্র জাতীয়তাবোধের পুনরুত্থান ঘটায়। ফলে এই সন্ধিটি অচিরেই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা (Criticism of the treaty of Versailles)

ভার্সাই সন্ধি বিশ্লেষণ করে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, এই সন্ধিটি ছিল পরাজিতদের প্রতি বিজিতদের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার একটি দলিল। জার্মানি উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফার নিশ্চয়তার ভিত্তিতে আত্মসমর্পন করেছিল। কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে চৌদ্দ দফার মূল্যায়ন না করায় এই সন্ধিকে এক চরম প্রতারণামূলক সন্ধি বলে আখ্যায়িত করেন। মিত্রশক্তি পরিকল্পনা করেছিল যে, ভবিষ্যতে জার্মানি যাতে পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ইউরোপের শান্তি ভঙ্গ করতে না পারে সেই ব্যবস্থাই প্রতিনিধিবর্গের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।[১৯] ভার্সাই সন্ধির দুটি নীতি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে যথা- ১) যুদ্ধ সৃষ্টির অপরাধে জার্মানিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং ভেঙ্গে চুরে নি:শেষ করে দেওয়া ২) জার্মানির আক্রমনে ভবিষ্যতে ইউরোপে নিরাপত্তা ব্যাহত না হয় সেই ব্যবস্থা অবলোপন করা। ন্যায় বিচার ও মানবতার দাবি উপেক্ষা করে সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দ্বারা মিত্রশক্তি এই সন্ধি পরিচালনা করে।[২০] ভার্সাই সন্ধিতে যুদ্ধের মারণাস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করার কথা বলা হলেও জার্মানি ছাড়া এই শর্ত কেউ মেনে নেয়নি। সুতরাং মিত্র শক্তিই যে ভবিষ্যৎ অশান্তির পথ সৃষ্টি করে রেখেছিল তা বিশেষভাবে বলা যায়।[২১] জার্মানির অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন এবং মানবিক শক্তি হ্রাস করেও মিত্রপক্ষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। আসলে মিত্রশক্তি ভার্সাই চুক্তির সাহায্যে জার্মানীকে স্থায়ীভাবে দমন করে রাখারই প্রয়াস পেয়েছিল।[২২] এছাড়া বিপুল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ আদায় করে জার্মানির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলা হয়। এ জন্যই জার্মান ঐতিহাসিকগণ ভার্সাই সন্ধি জবরদস্তি সন্ধি বলে আখ্যায়িত করেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, ভার্সাই সন্ধি ছিল মূলত জার্মানীর জন্য অপমানজনক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ চুক্তি। এ সন্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ, ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেনশো, ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও ওলান্ডো। তাঁরা চেয়েছিল জার্মানির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, খনিজ সম্পদ ও নৌ-বাহিনী ধ্বংস করতে। যাতে জার্মানী ভবিষ্যতে ইউরোপে আর মাথাচাড়া দিতে না পারে। এ ছাড়া জার্মানির যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম নির্মাণের ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। জার্মানির উপর যে বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ মিত্র পক্ষ দাবি করে তা অর্থনৈতিক এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জার্মান জাতি মিত্র শক্তির এই চুক্তিকে কোনো ভাবে মনে প্রানে মেনে নেয়নি। এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার বছরেই জার্মানিতে নাৎসী পার্টির অভ্যুদয় ঘটে।[২৩] এই চুক্তির ফলে জার্মানীর গণতান্ত্রিক সরকারকে অসম্মান করা হয়। হিটলার ভার্সাই সন্ধি কে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করেন। ঐতিহাসিকগণ ভার্সাই সন্ধির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত আছে বলে আখ্যায়িত করেন। এ ছাড়াও ভার্সাই সন্ধিকে "Dictated peace" বলে অভিহিত করা হয়।

তথ্য নির্দেশ

১. Slavicek, Louise Chipley, *The Treaty of Versailles*. Milestones in Modern World History. Chelsea House Publications, 2010, p. 114.
২. আবদুস সাহিদ, *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস*, ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৭৪, পৃ- ৩৭৫।
৩. *তদেব।*
৪. অতুল চন্দ্র রায়, *আধুনিক ইওরোপের ইতিহাস*, কলকাতা: মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৯৯, পৃ- ১৪৬।
৫. *তদেব।*
৬. তারেক শামসুর রেহমান, *বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর*, ঢাকা, শোভা প্রকাশ, ২০১৮, পৃ- ২৫।
৭. অতুল চন্দ্র রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ১৪৭।
৮. *তদেব।*

৯. আবদুস সাহিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ৩৭৬।
১০. *তদেব।*
১১. অতুল চন্দ্র রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ১৪৮।
১২. *তদেব।*
১৩. আবদুস সাহিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ৩৭৬।
১৪. *তদেব।*
১৫. অতুল চন্দ্র রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ১৪৯।
১৬. মুহম্মদ আলী আসগর খান, *আধুনিক তুরস্কের ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ- ২।
১৭. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস*, ঢাকা মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৪, পৃ- ২৮৮।
১৮. *তদেব।*
১৯. ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, *আধুনিক ইওরোপ*, কলিকাতা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ১৯৯৫, পৃ- ৪২৩।
২০. *তদেব*, পৃ- ৪২৪।
২১. দিলীপ কুমার সাহা, *ইউরোপের ইতিহাস*, ঢাকা, ঢাকাশ্বেরী লাইব্রেরী, ২০০৪, পৃ- ২৩০।
২২. *তদেব।*
২৩. *তদেব*, পৃ- ২৩১।